স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ কর্তৃক প্রস্তাবিত চূড়ান্ত খসড়া

বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা আইন' ২০১৯

যেহেতু দি বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথি প্রাকটিশনার্স অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৩ (১৯৮৩ সালের ২৫ আগস্ট তারিখে জারীকৃত অর্ডিন্যান্স নং- XLI/১৯৮৩), যাহা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের ১৯ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত হওয়ায় উক্ত অধ্যাদেশটি কার্যকারিতা হারাইয়াছে; এবং

যেহেতু, ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ হইতে ১৯৮৬ সালের ১১ নভেম্বর তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারীকৃত কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকরণ (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সালের ৭ নং আইন) দ্বারা দি বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথি বোর্ড প্র্যাকটিশনার্স অর্ডিন্যান্স, (১৯৮৩ সালের ২৫ আগস্ট তারিখে জারীকৃত অর্ডিন্যান্স নং- XLI/১৯৮৩) যথাযথভাবে কার্যকর করা হইয়াছে; এবং

যেহেতু, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে শিক্ষাদান কিংবা ডিএইচএমএস (ডিপ্লোমা), মেডিকেল স্নাতক (বিএইচএমএস) ও স্নাতকোত্তর সনদ প্রদান, নিবন্ধন, শিক্ষা, চিকিৎসা, গবেষণা ও এতদসংশ্লিষ্ট দায়িত্ব পালনকারীদের যোগ্যতা, চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদিসহ যথাযথ মান নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যেই বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

যেহেতু, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চ শিক্ষা তথা এমডি, পিএইচডি, এমপিএইচ ইত্যাদি ডিগ্রীসহ গবেষণামূলক শিক্ষার কোন প্রতিষ্ঠান নাই,

যেহেতু, একটি স্বতন্ত্র হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এর প্রয়োজনীয়তার লক্ষ্যে একটি হোমিওপ্যাথিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠান আইন জরুরী;

যেহেতু, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-জনস্বাস্থ্য-১/হোমিও-৪/১৩/৮৫ তাং-০১/০৬/৯৬ এর আলোকে গঠিত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে ডিএইচএমএস, বিএইচএমএস ও স্নাতকোত্তর হোমিওপ্যাথিক চিকিৎকদের জন্য একটি স্থায়ী হোমিওপ্যাথিক বোর্ড এবং কাউন্সিল গঠন করা প্রয়োজনীয়;

সেহেতু, এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ-

প্রথম অধ্যায়

প্রাথমিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনামঃ-

(ক) এই আইন বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা আইন'২০১৯ নামে অভিহিত হইবে।

(খ) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

(গ) এই আইনের প্রয়োগ সমগ্র বাংলাদেশে হইবে।

২। সংজ্ঞা সমুহঃ-

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে

(ক)'হোমিওপ্যাথি' বলিতে ডা. স্যামুয়েল হ্যানিম্যানের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা নিয়মনীতি এবং বায়োকেমিক চিকিৎসা পদ্ধতি বুঝাইবে;

(খ) 'বিএইচএমএস' অর্থ ব্যাচেলর অব হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন এন্ড সার্জারী;

(গ) 'ডিএইচএমএস' অর্থ ডিপ্লোমা ইন হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন এন্ড সার্জারী;

(ঘ) 'গবেষণা' বলিতে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ও শিক্ষা বিষয়ক গবেষণা বুঝাইবে

(ঙ) 'শিক্ষক' বলিতে সরকার এবং বোর্ডের পূর্ব লিখিত অনুমোদনক্রমে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হোমিওপ্যাথিক প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদানের জন্য নিয়োগকৃত ব্যক্তিকে বুঝাইবে;

(চ) 'বিশ্ববিদ্যালয়' বলিতে স্বীকৃত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়কে বুঝাইবে;

(ছ) 'বোর্ড' বলিতে বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক বোর্ডকে বুঝাইবে;

(জ) 'বেসরকারী হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ' বলিতে সরকারী পর্যায়ে স্থাপিত হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ব্যতিত সরকার, বোর্ড এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত নীতিমালার আলোকে প্রতিষ্ঠিত ও সরকার কর্তৃক স্বীকৃত বেসরকারী পর্যায়ের অন্য কোন হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজকে বুঝাইবে;

(ঝ) 'হাসপাতাল' বলিতে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বা সরকার কর্তৃক স্থাপিত বা অত্র বোর্ড এর সুপারিশক্রমে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন হাসপাতাল বা এইরূপ কোন প্রতিষ্ঠান যেখানে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সেবা প্রদানের উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকিবে সেই হাসপাতালকে বুঝাইবে;

(ঞ) 'কাউন্সিল' বলিতে এই আইনের ধারা ২৭ (ক) এর অধীন গঠিত বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কাউন্সিল (বিএইচএমসি) বুঝাইবে

(ট) 'নিবন্ধিত চিকিৎসক' বলিতে একজন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক যিনি হোমিওপ্যাথিতে চিকিৎসক সনদ গ্রহণ করিয়াছেন এবং যাহার নাম বর্তমানে নিবন্ধন বহিতে অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে;

(ঠ) 'নিবন্ধন' বলিতে এই আইনের অধীন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে চিকিৎসক নিবন্ধনকে বুঝাইবে;

(ড) 'নিবন্ধক' বলিতে হোমিওপ্যাথিক বোর্ড ও কাউন্সিলের নিবন্ধক (রেজিস্ট্রার) কে বুঝাইবে;

(ঢ) 'তালিকা' বলিতে নিবন্ধিত হোমিওপ্যাথ চিকিৎসকদের তালিকা বুঝাইবে;

(ণ) 'চেয়ারম্যান' বলিতে নিযুক্ত হোমিওপ্যাথিক বোর্ড এবং "বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কাউন্সিল (বিএইচএমসি)" কর্তৃক নিযুক্ত কাউন্সিলের চেয়ারম্যানকে বুঝাইবে;

(ত) 'সদস্য' বলিতে আইনের ধারা ৪(ii)ক তে উল্লেখিত নিযুক্ত বা নির্বাচিত বা মনোনীত বোর্ড এবং আইনের ধারা ২৮ অনুযায়ী নিযুক্ত বা নির্বাচিত বা মনোনীত কাউন্সিলের সদস্যদের বুঝাইবে;

(থ) 'সরকার' বলিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে বুঝাইবে;

(দ) 'ডাক্তার; অর্থ এই আইনের অধীনে নিবন্ধনকৃত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসককে বুঝাইবে;

(ধ) 'নির্দেশনা' বলিতে এই আইনের অধীনে প্রণীত নিয়মনীতি বা রুলস্ ও রেগুলেশন দ্বারা প্রদত্ত নির্দেশনা সমূহকে বুঝাইবে;

(ন) 'স্বীকৃতি' বলিতে এই আইন বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রদানকৃত স্বীকৃতিকে বুঝাইবে;

(প) 'অনুমোদিত' বলিতে এই আইনের অধীন এবং প্রণীত বিধি বা প্রবিধি দ্বারা অনুমোদিত বুঝাইবে;

(ফ) 'রেগুলেশন' বলিতে এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধিমালাকে বুঝাইবে;

(ব) 'রুলস্' বলিতে এই আইনের অধীন প্রণীত বিধিমালাকে বুঝাইবে;

(ভ) 'কর্মচারী' বলিতে সরকার, বোর্ড এবং কাউন্সিল কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে বুঝাইবে;

(ম) 'বিধি' অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত 'বিধি';

(য) 'প্রবিধি' অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত 'প্রবিধি'

(র) 'পিজিডি' অর্থ পোষ্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা

(ল) 'এমডি' অর্থ মাস্টার্স অব মেডিসিন

(শ) 'এমফিল' অর্থ মাস্টার্স অব ফিলোসফি

(ষ) 'পিএইচডি' অর্থ ডক্টর অব ফিলোসফি

(স) 'এমপিএইচ' অর্থ মাস্টার্স অব পাবলিক হেলথ

(হ) 'এমএইচই' অর্থ মাস্টার্স অব হেলথ ইকোনোমিক্স

৩। **আইনের প্রাধান্যঃ-**

অন্য যে কোন আইনে যাহাই থাকুক না কেন হোমিওপ্যাথিক শিক্ষা, চিকিৎসা ও গবেষনার জন্য এই আইন প্রাধান্য পাবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
বোর্ডের কার্যক্রম

৪। **(i) বোর্ড নিবন্ধনঃ-**

(ক) এই আইন কার্যকর হওয়ার পর যত দ্রত সম্ভব, সরকারী গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সরকার এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ডিএইচএমএস হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকদের জন্য প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক বোর্ড নামে একটি বোর্ড যাহা সংক্ষেপে ''বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক বোর্ড (বিএইচবি)'' নামে পরিচিত হইবে

(খ) উক্ত বোর্ড একটি স্বাধীন ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে, যাহাতে স্থায়ী উত্তরাধিকার ও একটি সাধারণ সিল থাকিবে, এবং স্থাবর ও অস্থাবর উভয় ধরনের সম্পত্তি অর্জন, ধারণ ও বিক্রয় করিবার ক্ষমতা থাকিবে, এবং কথিত নাম দ্বারা মামলা করিতে পারিবে ও ইহার বিরূদ্ধেও মামলা করা যাইবে।

(গ) বোর্ড গঠন, পরিচালনা বা বোর্ডের কোন কর্মকর্তা কর্তৃক বিধি মোতাবেক গৃহীত কোন বিষয়ে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠান সংক্ষুব্ধ হইয়া মামলা বা অভিযোগ দাখিল করিতে চাহিলে তাহা বোর্ড যেখানে স্থাপিত সেখানে বা তদসংলগ্ন আদালতে দায়ের করিতে হইবে।

(ঘ) এইরূপ মামলার কারণে এই বোর্ড দৈনন্দিন কার্যক্রম ব্যাহত হইবে না।

৪। **(ii) বোর্ড গঠনঃ-**

(ক) এই বোর্ড নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথাঃ-

(১) সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ১(এক) জন ব্যক্তি, যিনি বোর্ডের চেয়ারম্যান হইবেন এবং যাহার পদমর্যদা বাংলাদেশ সরকারের একজন অতিরিক্ত সচিবের সমমান বিবেচিত হইবে; এবং তিনি উক্ত পদের বিপরীতে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিবেন;

(২) বোর্ড সদস্য হিসেবে নির্বাচিত/মনোনীতদের মধ্য থেকে সরাসরি নির্বাচন বা ঐক্যমতের ভিত্তিতে মনোনীত একজন সদস্য যিনি চেয়ারম্যানের পদ শূণ্য হইলে বা তাঁহার অসুস্থতা বা অনুপস্থিতিতে সাময়িক সময়ের জন্য দায়িত্ব পালন করিবেন; এবং চেয়ারম্যান পদের সুযোগ সুবিধা ভোগ করিবেন;

(৩) প্রত্যেক প্রশাসনিক বিভাগ হইতে উক্ত বিভাগের অন্তর্গত বোর্ড স্বীকৃত হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ সমূহে কর্মরত ও বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত শিক্ষকদের দ্বারা তাহাদের মধ্য হইতে বোর্ড কর্তৃক প্রণীত প্রোবিধিমালার আলোকে নির্বাচিত ১(এক) জন করিয়া সদস্য; তবে কোন বোর্ড স্বীকৃত হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজে শিক্ষক হিসেবে কর্মরত নহেন এমন কোন নিবন্ধিত চিকিৎসক উক্ত পদে নির্বাচন বা মনোনয়নের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন না;

(৪) প্রত্যেক প্রশাসনিক বিভাগ হইতে হালনাগাদ নিবন্ধিত ও তালিকাভূক্ত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক; যিনি উক্ত বিভাগের স্থায়ী বাসিন্দা তাহাদের মধ্য হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত ১(এক) জন করে চিকিৎসক সদস্য; তবে স্বীকৃত হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজে শিক্ষক হিসাবে কর্মরত নহেন কেবলমাত্র এমন নিবন্ধিত ও তালিকাভূক্ত চিকিৎসক উক্ত পদে নির্বাচন বা মনোনয়ের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।

(৫) সরকার কর্তৃক মনোনীত নিবন্ধিত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ২(দুই) জন মহিলা সদস্য;

(৬) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত নূন্যতম যুগ্ম-সচিব পর্যায়ের ১(এক) জন প্রতিনিধি, সদস্য;

(৭) অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত নূন্যতম যুগ্ম-সচিব পর্যায়ের ১(এক) জন প্রতিনিধি, সদস্য;

(৮) পরিচালক, হোমিও ও দেশজ চিকিৎসা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, সদস্য;

(৯) সরকারী পর্যায়ে স্থাপিত হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল সমূহের মধ্যে থেকে সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন অধ্যক্ষ; সদস্য এবং

(১০) বোর্ডের রেজিস্ট্রার (নিবন্ধক), পদাধিকার বলে বোর্ডের সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করিবেন;

(খ) উক্ত আইনের ১৬(১) ধারা অনুযায়ী নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্বাচিত হইবেন।

(গ) উপ-ধারা (ক)-এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, প্রথম বারের মতো এই বোর্ড গঠনের উদ্দেশ্যে উপ-ধারা (ক) এর (২) এবং(ক) এর (৩) এর অধীন যে সদস্যগণ নির্বাচিত হওয়া প্রয়োজন তাহাদের সরকার কর্তৃক মনোনয়ন দেওয়া হইবে।

৫। বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের মেয়াদঃ-

(ক) বোর্ডের মেয়াদ হইবে প্রথম বৈঠকের তারিখ হইতে ৩(তিন) বছর; এই আইনের অধীন ও এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি বা প্রবিধান সাপেক্ষে এই বোর্ডে চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ বোর্ডের প্রথম বৈঠকের তারিখ হইতে ৩(তিন) বছর মেয়াদে স্ব-স্ব পদে দায়িত্ব পালন অথবা তাহাদের স্থলাভিষিক্তগণ যতক্ষণ না যথাযথভাবে নির্বাচিত বা মনোনীত হন, ততক্ষণ পর্যন্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিবেন;

(খ) ধারা ৪ (ii) এর উপ-ধারা (ক) এর দফা (৩) এর অধীন নির্বাচিত কোন সদস্যের পদটি শুন্য হিসেবে বিবেচিত হইবে যদি তিনি কোন হোমিওপ্যাথিক প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক হিসাবে না থাকেন;

(গ) ধারা ৪ (ii) এর উপ-ধারা (ক) এর দফা (৪) এর অধীন নির্বাচিত কোন সদস্যের পদটি শুন্য হিসেবে বিবেচিত হইবে যদি তাঁহার চিকিৎসক হিসাবে নিবন্ধন কোন কারণে বাতিল হইয়া যায়;

(ঘ) এই বোর্ডে সাময়িক শুন্যতা প্রয়োজন অনুসারে নির্বাচন বা মনোয়নের মাধ্যমে পুরণ করা হইবে, এবং উক্ত শুন্য পদ পুরণের জন্য নির্বাচিত বা মনোনীত ব্যক্তি যে সদস্যের স্থলে তিনি নির্বাচিত বা মনোনীত হইয়াছেন তাহার মেয়াদের অবশিষ্ট সময় পর্যন্ত তিনি তাঁহার পদে আসীন থাকিবেন;

(ঙ) কোন সদস্য বা সদস্যগণের ৩(তিন) বছর মেয়াদ শেষ হওয়ার প্রাক্কালে মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বের ৩(তিন) মাসের মধ্যে তাহার বা তাহাদের স্থলাভিষিক্তগণকে নির্বাচিত বা মনোনীত হইতে হইবে। তবে, এইভাবে নির্বাচিত বা মনোনীত সদস্য বা সদস্যগণ কথিত মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত স্ব-স্ব পদে আসীন হইতে পারিবেন না।

৬। বোর্ড রেজিস্ট্রারের ক্ষমতা ও দায়িত্বঃ-

(ক) তিনি বোর্ডের নির্বাহী প্রধান ও সচিব হিসাবে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিবেন;

(খ) বোর্ডের যে কোন সাধারণ বা নির্দিষ্ট আদেশ সাপেক্ষে রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব হইবে রেজিস্টার ও তালিকা রক্ষা করা এবং বোর্ডের সভায় উপস্থিত থাকা;

(গ) ধারা ১৪ এর সকল কার্যাবলী যথাযথ বাসত্মবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ, পরিকল্পনা গ্রহণ, বাসত্মবায়ন ও কাজের তদারকি করা;

(ঘ) সরকার ও বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, ক্লিনিক, মেডিকেল সেন্টার, শিক্ষা/চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান সমূহের সার্বিক একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রমের মাননিয়ন্ত্রণ, তদারকি ও প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা;

(ঙ) বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কাজের মূল্যায়ন, তদারকি ও জবাবদিহীতার ব্যবস্থা করিবেন এবং বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন প্রস্তুত করিয়া বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন;

(চ) বোর্ড স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানসমূহের অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, শিক্ষক, চিকিৎসক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দায়িত্ব, কর্তব্য পালন এবং বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সংগ্রহ করিয়া বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন;

(ছ) বোর্ড এবং সরকার কর্তৃক নিযুক্তীয় পরিদর্শক বা পরিদর্শন বা তদন্ত কমিটি কর্তৃক স্বীকৃতীপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান সমূহ নিয়মিতভাবে পরিদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রতিবেদন প্রস্তুত করা;

(জ) সরকার এবং বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত এবং প্রবিধিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত কোন সংগঠন/সংস্থা/ট্রাস্ট/প্রতিষ্ঠান গঠন, লক্ষ্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবেন এবং নির্বাহী প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন;

(ঝ) এই আইনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন পূরণকল্পে পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন এবং প্রয়োজনে সরকারকে অবহিত করণের উদ্যোগ গ্রহণ করিবেন;

৭। নাম, ইত্যাদির প্রকাশনাঃ-

সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত বোডের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের নাম ও সেই সাথে তাঁহাদের নির্বাচন বা মনোয়নের তারিখ প্রকাশ করিবে।

৮। কোন শুন্যতা বা ত্রুটি বোর্ডের কার্যক্রমকে অকার্যকর করিবে নাঃ-

শুধুমাত্র কোন শুন্যতা বা বোর্ড গঠন প্রক্রিয়ায় কিংবা পরিচালনা জনিত কোন ত্রুটির যুক্তিতে বোর্ড কোন কাজ বা কার্যক্রম অকার্যকর হিসাবে বিবেচিত হইবে না;

৯। বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সদস্যপদ হইতে পদত্যাগঃ-

সরকারকে উদ্দেশ্য করিয়া লিখিত পত্রের মাধ্যমে চেয়ারম্যান পদত্যাগ করিতে পারিবেন এবং কোন সদস্য চেয়ারম্যানকে উদ্দেশ্য করিয়া লিখিত পত্রের মাধ্যমে পদত্যাগ করিতে পারিবেন। সরকার বা চেয়ারম্যান কর্তৃক এইরূপ পদত্যাগ পত্র গ্রহণের তারিখ হইতে পদত্যাগ কার্যকর হইবে;

১০। নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে সদস্যগণকে মনোনয়ন দেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারের ক্ষমতাঃ-

ধারা ৪(i) ও ৪(ii) এর উপধারা (ক) এর দফা এর উল্লিখিত সদস্যগণ যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন সদস্যকে নির্বাচিত করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে এইরূপ ক্ষেত্রে নির্বাচকগণ কর্তৃক নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য কোন ব্যক্তিকে দিয়া উক্ত পদটি বা পদগুলি সরকার পুরণ করিবে; এবং এই ক্ষেত্রে এইভাবে সরকার কর্তৃক মনোনীত যে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ এইরূপ নির্বাচকগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া বিবেচিত হইবেন; তবে এইরূপ ব্যক্তিগণের দ্বারা গঠিত উক্ত বোর্ডের মেয়াদ হইবে সর্বোচ্চ ১(এক) বছর।

১১। শূন্যতার ঘোষণাঃ- যদি কোন সদস্য -

(ক) মৃত্যুবরণ করেন; বা

(খ) বোর্ডের মতে উপযুক্ত কারণ ছাড়া উক্ত বোর্ড পর পর ৩(তিন)টি সাধারণ সভায় নিজেকে অনুপস্থিত রাখেন; বা

(গ) ধারা এবং ১০ এ উল্লেখিত অযোগ্যতার মধ্যে যে কোন একটি কারণে অযোগ্য হইয়া পড়েন; তাহা হইলে বোর্ড তাহার পদকে শুণ্য ঘোষনা করিবে।

১২। বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের অযোগ্যতাঃ-

কোন ব্যক্তিই এই বোর্ড চেয়ারম্যান বা সদস্য হইতে পারবেন না, যদি তিনি :-

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক না হন;

(খ) প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সম্পন্ন না হন;

(গ) আদালত কর্তৃক দেউলিয়া হন;

(ঘ) সরকারকে আয়কর প্রদানকারী না হন এবং শারিরীক ভাবে অসমর্থ হন;

(ঙ) আদালত কর্তৃক মানসিক ভারসাম্যহীন বলিয়া বিবেচিত হন;

(চ) যদি কোন সময় এমন কোন অভিযোগে অভিযুক্ত হন এবং শাস্তি প্রাপ্ত হন যাহা সরকারের বিবেচনায় নৈতিকস্খলন বলিয়া বিবেচিত;

(ছ) অনৈতিক আচার-আচরণ বা নৈতিক শৃঙ্খলাজনিত অভিযোগে সরকারী বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক চাকুরী হইতে বরখাস্ত হন।

১৩। বোর্ডের উপর নিয়ন্ত্রণঃ-

(ক) বোর্ড কর্তৃক যদি এমন কিছু করা হয় বা করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করা হয় যাহা এই আইনের বিধি বিধানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বা যে কোনভাবে উহা জনস্বার্থ বিরোধী বলিয়া সরকারের ধারণা সৃষ্টি হয় তাহা হইলে সরকার, আদেশ দ্বারা :-

(১) কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করিতে পারিবে; বা

(২) উক্ত কার্যক্রম বাতিল করিতে পারিবে; বা

(৩) উক্ত বোর্ড কর্তৃক জারিকৃত সিদ্ধান্ত বা আদেশ নির্বাহ স্থগিত করিতে পারিবে; বা

(৪) প্রস্তাবিত যে কোন কাজ নিষিদ্ধ করিতে পারিবে; বা

(৫) নির্ধারিত যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণে বিরত রাখিবার জন্য বোর্ডকে বাধ্য করিতে পারিবে।

১৪। বোর্ডের কার্যাবলীঃ-

(ক) ডিএইচএমএস (ডিপ্লোমা-ইন-হোমিওপ্যাথিক মেডিডিসন এন্ড সার্জারী) ও উচ্চতর শিক্ষা কোর্স পর্যায়ে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে চিকিৎসা শিক্ষা দিতেছে বা দিতে ইচ্ছুক এমন চিকিৎসা শিক্ষা বা চিকিৎসা সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের আইনের অধীন প্রণীত বিধি-বিধান এবং প্রবিধির আলোকে স্বীকৃতির জন্য আবেদন বিবেচনা করা;

(খ) স্বীকৃত হোমিওপ্যাথিক প্রতিষ্ঠান সমূহের দক্ষতার পর্যাপ্ত মান নিশ্চিত করা;

(গ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণ কল্পে বিভিন্ন কমিটি ও উপ-কমিটি নিয়োগ বা গঠন করা;

(ঘ) হোমিওপ্যাথির একাডেমিক শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণ করা এবং এই পেশার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অনুশীলনের মান উন্নত করা;

(ঙ) বোর্ডের অধিনস্থ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শিক্ষার উপর পাঠ্যক্রম, পাঠ্যসূচী প্রণয়ন এবং পাঠ্যপুসস্মক রচনা ও প্রকাশের ব্যবস্থা করা;

(চ) নিবন্ধিত হোমিওপ্যাথদের মান উন্নত করার জন্য সময়ে সময়ে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা এবং পরীক্ষা গ্রহণ ও পাশের পর উক্ত কোর্সে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সনদ বিতরণ করা;

(ছ) এই আইনের অধীনে বোর্ডের সিলেবাস অনুসারে পরীক্ষার আয়োজন এবং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শিক্ষার বিধিমালার আলোকে উত্তীর্ণদের মাঝে ডিপেস্নামা বা অন্য কোন কোর্সের সনদ প্রদান করা;

(জ) বোর্ডের অধীনস্থ স্বীকৃত ও প্রবিধানাবলী অনুযায়ী যোগ্য ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের নিবন্ধনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা; নিয়োগকৃত ও অনুমোদিত শিক্ষক, চিকিৎসক ও কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের নিয়মিত বেতন-ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা;

(ঝ) হোমিওপ্যাথিতে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা;

(ঞ) বিভিন্ন স্বাস্থ্য বিষয়ক সেমিনারের আয়োজন ও অংশগ্রহণ করা এবং হোমিওপ্যাথিতে আগতদের পেশাগত মান বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা;

(ট) হোমিওপ্যাথিক বিষয়ের উপর মাসিক, ত্রৈমাসিক, বিশেষ সংখ্যার পত্রিকা, জার্নাল, বুলেটিন ও অন্যান্য প্রবন্ধ প্রকাশ করা;

(ঠ) স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানের মেধাবী ও যোগ্য ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি, পুরস্কার ও মেডেল প্রদান করা এবং বাংলাদেশে বা বিদেশে স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা হোমিওপ্যাথিক বিষয়ে গবেষণা বা বিশেষ পড়ালেখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(ড)ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা, আবাসন, স্বাস্থ্য ও কল্যাণের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম ও ব্যবস্থাপনা সমূহ তদারকি করা;

(ঢ) হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ, হাসপাতাল ও দাতব্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণসহ প্রতিষ্ঠান সমূহের অনুকূলে বোর্ড বা সরকার নির্ধারিত নীতিমালার আলোকে বরাদ্দ মঞ্জুর করা;

(ন) স্বীকৃত হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ সংলগ্ন হোমিওপ্যাথিক হাসপাতাল ও ডিস্পেন্সরি এবং এতদ্দারা বা যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হোমিওপ্যাথিক হাসপাতালে ও এতদসংলগ্ন ডিস্পেন্সারিতে ঔষধ ও অন্যান্য সরঞ্জাম সরবরাহের জন্য একটি হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল স্টোর প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা;

(ত) হোমিওপ্যাথির নীতিমালার উপর ভিত্তি করিয়া এবং পরিচালক, হোমিও ও দেশজ চিকিৎসা, সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ের শিক্ষক ও চিকিৎসকগণের সমন্বয়ে বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক ফার্মাকোপিয়া ও ফরমূলারী প্রস্তুত এবং সময়ে সময়ে ইহার মূল্যায়ণ ও প্রয়োজনীয় সংশোধন করা;

(থ) এই আইনের ও ইহার অধীনে গঠিত বোর্ড কর্তৃক প্রণীত রেগুলেশন, কোড অব হোমিওপ্যাথিক এথিক্স, প্রয়োজনীয় নিয়মাবলী ও বিধিমালা যথাযথভাবে কার্যকর ও তদারকি করার লক্ষ্যে সরকারের একজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তায় সময়ে সময়ে মোবাইল কোর্ট, ভিজিল্যান্স টিম কার্যক্রম পরিচালনার ব্যবস্থা করা;

(দ) বোর্ড কর্তৃক প্রণীত ও সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হোমিওপ্যাথিক ফার্মাকোপিয়া মোতাবেক ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী ও সরবরাহের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সমূহের কাজের মূল্যায়ন ও তদারকি করা;

(ধ) স্বীকৃত হোমিওপ্যাথিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিয়োগদানের লক্ষ্যে শিক্ষা নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ ও সনদ প্রদান করা।

(ন) বোর্ডের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক, চিকিৎসক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ, পদোন্নতি ও বদলীর প্রস্তাব বা সিদ্ধান্ত অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট উপস্থাপন করা;

(প) বোর্ড স্বীকৃত কলেজসমূহ পরিচালনার জন্য ৩(তিন) বছর মেয়াদী ম্যানেজিং কমিটি গঠন ও অনুমোদন করা; তবে বোর্ড যদি মনে করে যে, ম্যানেজিং কমিটি বোর্ড বা সরকার কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ যথাযথ বাস্তবায়ন বা বিধি মোতাবেক দায়িত্ব পরিচালনা করিতে ব্যর্থ হইতেছে তাহা হইলে বোর্ড নির্ধারিত সময়ের পূর্বে অনুমোদিত ম্যানেজিং কমিটি সম্পূর্ণ বা আংশিক বা বাতিল করিয়া নতুন সদস্য মনোনয়ন বা নির্বাচনের ব্যবস্থা করিয়া নিতে পারিবে, অথবা এডহক কমিটি গঠন করিয়া দিতে পারিবে; যাহার মেয়াদ হইবে সর্বোচ্চ ১(এক) বছর এবং এই এক বৎসর সময়ের মধ্যে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিয়মিত ম্যানেজিং কমিটি গঠন করিবে।

(ফ) হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে রিসার্চ বা বিশেষ শিক্ষা প্রবর্তন করাসহ তদুদ্দেশ্যে রিসার্চ সেন্টার এবং একাডেমিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা এবং হোমিওপ্যাথিক বিষয়ক রিসার্চের অনুমোদন, আর্থিক অনুদান, বৃত্তি প্রদান, স্বীকৃতি প্রদান ও প্রকাশনা করা;

(ব) বোর্ডের সকল স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি সংরক্ষণ করা;

(ভ) এই আইন বা এই আইনের অধীন প্রণীত নিয়মাবলী বা বিধিমালা দ্বারা প্রাপ্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার প্রয়োজনে অন্যান্য সকল কিছু করা।

১৫। বোর্ড সভাঃ-

(১) বিধিমালা দ্বারা যেভাবে নির্ধারিত হবে সেই সময় ও স্থানে বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হবে এবং সেই উপায়ে বোর্ডের প্রত্যেকটি সভা আহবান করা হবে। শর্ত থাকে যে, যতোক্ষননা এরুপ বিধিমালা প্রনীত না হচ্ছে, প্রত্যেক সদস্যকে বিজ্ঞপ্তি (নোটিশ) প্রদান করে চেয়ারম্যান বোর্ডের সভা আহবান করতে পারেন তিনি যেভাবে সুবিধাজনক মনে করবেন সেই সময় ও স্থানে;

(২) বোর্ডের সকল সভায় চেয়ারম্যান সভাপতিত্ব করবেন, এবং তার অনুপস্থিতিতে, উপস্থিত সদস্যগণ সভাপতিত্ব করার জন্য নিজেদের মধ্যে থেকে কোন সদস্যকে নির্বাচিত করবেন।

(৩) বোর্ড সভায় সকল প্রশ্নে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হবে উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে।

(৪) চার সদস্যের উপস্থিতিতে বোর্ড সভায় কোরাম পূর্ণ হবে।

১৬। বোর্ডের কর্মকর্তাগন এবং তাদের চাকরির শর্তাবলিঃ-

(১) সরকারের পূর্ব লিখিত অনুমোদন সাপেক্ষে নিয়ম দ্বারা যেভাবে পরামর্শ দেয়া হবে সেই শর্তাবলিতে বোর্ড একজন রেজিস্ট্রার নিয়োগ করবে;

(২) রেজিস্ট্রারের পদ যদি শুন্য হয়ে যায় অথবা যদি অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য যে কোন কারণে তিনি তার দাপ্তরিক কাজকর্ম করতে সমর্থ না হন, তাহলে সরকারের পুর্ব অনুমোদন সাপেক্ষে নতুন রেজিস্ট্রার নিয়োগ না করা পর্যন্ত বা উক্ত রেজিস্ট্রার তার দাপ্তরিক কাজকর্ম পুনরায় শুরু না করা পর্যন্ত বোর্ড যে কোন কর্মকর্তাকে রেজিস্ট্রার হিসাবে কাজ করার জন্য নিয়োগ দিবে।

(৩) বোর্ডের কাজকর্ম দক্ষতার সাথে পরিচালনার জন্য প্রয়োজন বিবেচনা করলে বোর্ড এরুপ অন্যান্য কর্মচারীদেরও নিয়োগ করবে বিধিমালা মোতাবেক শর্তাবলি সাপেক্ষে।

(৪) রেজিস্ট্রার উক্ত বোর্ডের সচিব হবেন এবং বিধিমালা মোতাবেক ক্ষমতা চর্চা ও দায়িত্ব পালন করবেন।

(৫) জরুরী পরিস্থিতিতে, বোর্ডের কার্যক্রম দক্ষতার সাথে পরিচালনার জন্য, বিধিমালা মোতাবেক শর্তাবলি সাপেক্ষে রেজিস্ট্রার প্রয়োজন বিবেচনা করলে কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করবেন। তবে শর্ত থাকে যে, অত্র উপ-ধারার অধীন প্রত্যেকটি নিয়োগের ব্যাপারে তাৎক্ষনিকভাবে বোর্ডকে অবহিত করতে হবে এবং বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত না হলে ছয় মাসের বেশি কোন নিয়োগ কার্যকর থাকবে না।

১৭। স্বীকৃত হোমিওপ্যাথিক প্রতিষ্ঠানের মান ও দক্ষতা বজায় রাখাঃ-

(ক) স্বীকৃত হোমিওপ্যাথিক প্রতিষ্ঠানঃ এ আইনের তফসিলের 'ক' অংশে উল্লেখিত হোমিওপ্যাথিক প্রতিষ্ঠান স্বীকৃত হোমিওপ্যাথিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য হবে;

(খ) সরকারের অনুমোদন নিয়ে দাপ্তরিক গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে এ আইনের তফসিলের 'খ' অংশে যেকোন বিদেশী হোমিওপ্যাথিক প্রতিষ্ঠানকে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে।

বোর্ড এর নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের মান ও দক্ষতা বজায় রখিবে, যথা:-

(গ) বোর্ড এর দায়িত্ব হইবে বাংলাদেশের অনুমোদিত ও স্বীকৃত হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল সমূহের পর্যাপ্ত মান ও দক্ষতা নিশ্চিত করা। এইরূপ মান নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে-

(১) বোর্ডের সিদ্ধান্তক্রমে রেজিস্ট্রার, বোর্ড সদস্যগণসহ অন্যান্য উপযুক্ত কর্মকর্তাগণ, সময়ে সময়ে স্বীকৃত প্রতিষ্ঠনসমূহ তদারকি ও পরিদর্শন করিবে।

(২) সময়ে সময়ে, যে কোন স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানে যেই সকল কোর্সে পাঠদান করা হয় বা যেই সকল পরীক্ষা নেওয়া হয় উহার বিস্তারিত বিবরণ পাঠাইতে বাধ্য করিতে পারিবে; এবং

(ঘ) বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত যে কোন বা সকল পরীক্ষায় উপস্থিত থাকিয়া পরিদর্শন করিবার জন্য বোর্ডের সিদ্ধান্তক্রমে রেজিস্ট্রার কোন বোর্ড সদস্য বা সদস্যগণকে অথবা কর্মকর্তাগণকে বা সরকার এবং বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত হোমিওপ্যাথিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণকে (সহকারী অধ্যাপকের নীচে নয় এমন শিক্ষককে) কেন্দ্র পরিদর্শক হিসাবে নিয়োগ ও প্রেরণ করিতে পারিবে।

(ঙ) উক্ত পরিদর্শক কোন পরীক্ষা কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শণকালীন অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে পরীক্ষার্থীকে বা প্রয়োজনে তিনি কোন ব্যক্তিকে পরীক্ষার হল থেকে বহিস্কার করিতে পারিবেন; এবং দায়িত্ব শেষে বোর্ড রেজিস্ট্রার বরাবর লিখিত প্রতিবেদন ও মতামত দাখিল করিবেন;

(চ) বোর্ড নিয়োগকৃত পরিদর্শকদের মাধ্যমে স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যক্রমের তদারকি এবং বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত পরীক্ষা পরিদর্শনের ব্যবস্থা করিবে, এবং নির্ধারিত ভাতা এবং ভ্রমণ ব্যয় উক্ত পরিদর্শককে প্রদান করিবে;

১৮। স্বীকৃতি প্রত্যাহারঃ-

(ক) বোর্ড প্রয়োজন মনে করিলে স্ব-স্ব ক্ষেত্রে উপযুক্ত তদন্তকার্য পরিচালনা পূর্বক কোন স্বীকৃত হোমিওপ্যাথিক প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি থাকা উচিত কিনা সেই ব্যাপারে প্রতিবেদন প্রস্তুত করিয়া সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে অবহিত করিবেন।

(খ) এইরূপ তদন্ত পরিচালনার সময় এবং কার্যক্রম অংশে উল্লিখিত এইরূপ সকল তথ্য ও প্রতিবেদন সমুহ বিবেচনার পর, এবং প্রয়োজন মনে হইলে আরো তদন্ত পরিচালনার পর, বোর্ড যদি সন্তুষ্ট হয় যে, কোন স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত সেবা, কোর্স, পরীক্ষাসমূহ ও হোমিওপ্যাথিক কলেজে বা হাসপাতালে অন্যান্য প্রশাসনিক ও একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনায় দক্ষতার পর্যাপ্ত মান বজায় রাখিতে পারিতেছে না, তাহা হইলে বোর্ড সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধানকে পর্যাপ্ত সময় দিয়া নোটিশ প্রদান করিবেন। এইরূপ পর পর ৩ (তিন)টি নোটিশের উপযুক্ত সন্তোষজনক জবাব পাওয়া না গেলে বোর্ড উক্ত প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি প্রত্যাহারের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের নিকট সুপারিশসহ প্রতিবেদন পেশ করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রতিবেদন যাচাই পূর্বক স্বীকৃতি প্রত্যাহারের আদেশ দিবেন; শর্ত থাকে যে, এই উপ-ধারার অধীন কোনসুযোগ প্রদান করা হয় এবং বোর্ডের পরমর্শানুসারে উক্ত প্রতিষ্ঠান উহা করিতে সমর্থ হয়।

(গ) বোর্ড, রেজিস্ট্রার ও অন্যান্য উপযুক্ত কর্মকর্তাগণ সময়ে সময়ে বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ও অনুমোদিত হোমিওপ্যাথিক প্রতিষ্ঠান, কলেজ ও হাসপাতালসমূহ সরেজমিনে পরিদর্শন করিয়া বোর্ডে প্রতিবেদন দাখিল করিবেন এবং প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করিবেন।

১৯। কোর্সের স্থায়ীত্বঃ-

(ক) সরকার বা বিশ্ববিদ্যালয় অথবা বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানে এই আইনের মাধ্যমে বিধিমালা মোতাবেক পরিচালিত চিকিৎসা শাস্ত্রে স্নাতক ডিগ্রী (বিএইচএমএস -ব্যাচেলর অব হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন এন্ড সার্জারী) একাডেমিক কোর্সের স্থায়ীত্ব হবে ৫(পাঁচ) বছর এবং ইন্টার্নশীপ ১(এক) বছরসহ মোট ৬(ছয়) বছর; এই মেডিকেল স্নাতক কোর্সের মান একাডেমিক ভাবে স্নাতক (সম্মান) বা এমবিবিএস সমমান হিসাবে বিবেচিত হইবে।

(খ) হোমিওপ্যাথিক বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত ও সরকার কর্তৃক স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানে এই আইনের অধীন প্রণীত বিধিমালা মোতাবেক পরিচালিত ডিএইচএমএস (ডিপ্লোমা-ইন-হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন এন্ড সার্জারী) একাডেমিক শিক্ষা কোর্সের মোট স্থায়ীত্ব হইবে ৪(চার) বছর এবং ইন্টার্ণশীপ ৬(ছয়) মাসসহ মোট ৪ বছর ৬ মাস মেয়াদী;

(গ) তাছাড়াও, বোর্ড হোমিওপ্যাথিক ও বায়োকেমিক ঔষধ বেচা-কেনা ও কম্পাউন্ডিং করার উদ্দেশ্যে কিংবা যোগ্য জনশক্তি সৃষ্টি করিবার লক্ষ্যে ন্যূনতম ১(এক) বছর বা তদোর্ধ মেয়াদী ফার্মাসী ট্রেনিং কোর্স পরিচালনা করিবে। এইরূপ কোর্সের স্থায়ীত্ব ও বিষয়সমুহ বিধিমালা বা বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে নির্ধারন করা হইবে । তবে এমন প্রশিক্ষণ/কোর্স সম্পন্নকারীগণ কোন অবস্থাতেই চিকিৎসক হিসেবে নিজেকে পরিচয় দিতে পারবে না এবং চিকিৎসা সেবা প্রদান করতে পারবে না।

২০। ভর্তির যোগ্যতা:- বিভিন্ন কোর্সে ভর্তির জন্য যোগ্যতা সরকার বা বোর্ডের বিধিমালা ও সিদ্ধান্ত অনুসারে সময়ে সময়ে নির্ধারণ করা হইবে;

২১। পরীক্ষাঃ-

(ক) এই আইনের অধীন নিবন্ধনের অধিকার দিয়া ডিপ্লোমা বা মেডিকেল স্নাতক বা স্নাতকোত্তর বা অন্য কোন কোর্সের সনদ প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক বছর অন্ততঃ একবার বা সংশ্লিষ্ট কোর্সের নীতিমালার আলোকে নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইবে।

(খ) বিধিমালা অনুযায়ী বিষয় সমুহের উপর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইবে এবং উক্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অধিকার শুধুমাত্র ঐ সমস্ত প্রার্থীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে যাহারা স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানে সরকার বা বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয় নির্ধারিত পদ্ধতিতে কোর্স সম্পন্ন করিবার জন্য ভর্তি হইয়াছেন।

২২। পরীক্ষা কমিটিঃ-

(ক) এই আইনের অধীন বোর্ডের প্রস্তাব মোতাবেক সরকার কর্তৃক অনুমোদিত শিক্ষাবর্ষ ভিত্তিক একটি পরীক্ষা কমিটির নিয়ন্ত্রনাধীনে ডিপ্লোমা কোর্সের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইবে।

(খ) মেডিকেল স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কোর্সের পরীক্ষাসমূহ সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে।

(গ) বোর্ডের আওতাধীন পরীক্ষাসমূহ বোর্ড ও সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কমিটির মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হইবে।

(ঘ) বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক পরীক্ষা কমিটির সুপারিশক্রমে পরীক্ষা পরিচালনার নিয়মাবলী ও প্রবিধিমালার আলোকে পরীক্ষার দায়িত্ব পালন সংক্রান্ত সকল প্রকার নিয়োগ প্রদান করিবেন;

(ঙ)পরীক্ষা পরিচালনার যাবতীয় কার্যক্রম প্রবিধিমালা ও নিয়মাবলীর শর্তানুযায়ী সম্পন্ন হইবে;

২৩। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকঃ- সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে, বোর্ড একজন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক নিয়োগ করতে পারে যিনি পরীক্ষা কমিটির সচিব হিসাবে কাজ করবেন এবং একজন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত, রেজিস্ট্রার পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন।

২৪। জরুরী কাগজপত্র এবং নিবন্ধনবহি বা রেজিস্টারসমূহ সরকারী দলিল হিসেবে গণ্য হইবেঃ-

কাউন্সিল ও এতদসংশ্লিষ্ট কমিটিসমূহের সকল কার্যবিবরণী এবং তৎসহ এর অধীন সৃষ্ট নথিসহ এতদসংশ্লিষ্ট নথি সমূহ, প্রকাশিত ও সংরক্ষিত রেজিস্টারসমূহ Evidence Act, 1872 (Act I of 1872) এর অধীন সরকারী দলিল বলিয়া গণ্য হইবে।

২৫। বোর্ড রহিতকরণঃ-

(ক) যদি কোন সময় সরকারের নিকট প্রতিয়মান হয় যে বোর্ড এই আইনের অধীন প্রদত্ত কোন ক্ষমতা চর্চা করিতে ব্যর্থ হইয়াছে বা উহা অতিক্রম করিয়াছে বা অপব্যবহার করিয়াছে, অথবা এই আইনের অধীন প্রদত্ত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হইয়াছে এবং সরকারের নিকট যদি আরো প্রতিয়মান হয় যে, এইরূপ ব্যর্থতা, অতিক্রমণ বা অপব্যবহারের প্রতিকার করিতে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে সরকার এর বিস্তারিত বর্ণনা দিয়া বোর্ডকে নোটিশ প্রধান করিবে। এই ব্যাপারে নির্ধরিত সময়ের মধ্যে যদি বোর্ড এইরূপ ব্যর্থতা, অতিক্রম বা অপব্যবহারের প্রতিকার বিধান করিতে ব্যর্থ হয় তাহাহইলে সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়া সরকার উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অনুর্ধ্ব নববই দিনের জন্য বোর্ডের সকল কার্যক্রম স্থগিত রাখিতে পারিবে এবং বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সকল সদস্যকে বরখাস্ত করিতে পারিবে।

(খ) উপ-ধারা (ক) এর ব্যবস্থা গ্রহণের পর :-

(১) বোর্ডের চেয়ারম্যান বা সদস্য হিসাবে আসীন ব্যক্তি বা ব্যাক্তিগণ বা চেয়ারম্যানসহ বোর্ডের সকল সদস্য পদচ্যুত হইবেন; এবং

(২) বরখাস্তকালীন বোর্ডের সকল ক্ষমতা ও কার্যাবলী, এই উপলক্ষ্যে সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ চর্চা ও পরিচালনা করিবেন, যেন এইরূপ ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষই উক্ত বোর্ড পরিচালনা দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল।

(গ) উপ-ধারা (ক) এর অধীন উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে বা পরে বোর্ডের ক্ষমতা ও কার্যাবলী চর্চা ও পরিচালনা করিবার জন্য এই আইনের অধীন বোর্ড পুনঃগঠন করা হইবে।

২৬। পদ শুন্যতার ঘোষণাঃ- যদি কোন সদস্য -

(ক) মৃত্যুবরণ করেন; বা

(খ) বোর্ডের মতে উপযুক্ত কারণ ছাড়া উক্ত বোর্ড পর পর ৩(তিন)টি সাধারণ সভায় নিজেকে অনুপস্থিত রাখেন; বা

(গ) ধারা ১২ তে উল্লেখিত অযোগ্যতার মধ্যে যে কোন একটি কারণে অযোগ্য হইয়া পড়েন; তাহা হইলে বোর্ড তাহার পদকে শূণ্য ঘোষনা করিবে।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ
কাউন্সিল গঠন ও কার্যাবলী

২৭। কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা ও নিবন্ধনঃ-

(ক) এই আইন কার্যকর হওয়ার পর যত দ্রত সম্ভব, সরকারী গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সরকার এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ডিপ্লোমা, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর চিকিৎসকদের নিবন্ধনের জন্য একটি কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করিবে যাহা **"বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কাউন্সিল (বিএইচএমসি)"** নামে পরিচিত হইবে ;

(খ) উক্ত কাউন্সিল একটি স্বাধীন ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে, যাহাতে স্থায়ী উত্তরাধিকার ও একটি সাধারণ সিল থাকিবে, এবং স্থাবর ও অস্থাবর উভয় ধরনের সম্পত্তি অর্জন, ধারণ ও বিক্রয় করিবার ক্ষমতা থাকিবে, এবং কথিতনাম দ্বারা মামলা করিতে পারিবে ও ইহার বিরূদ্ধেও মামলা করা যাইবে।

(গ) কাউন্সিল গঠন, পরিচালনা বা কাউন্সিলের কোন কর্মকর্তা কর্তৃক বিধি মোতাবেক গৃহীত কোন বিষয়ে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠান সংক্ষুব্ধ হইয়া মামলা বা অভিযোগ দাখিল করিতে চাহিলে তাহা কাউন্সিল যেখানে স্থাপিত সেখানে বা তদসংলগ্ন আদালতে দায়ের করিতে হইবে।

(ঘ) এইরূপ মামলার কারণে এই কাউন্সিলর দৈনন্দিন কার্যক্রম ব্যাহত হইবে না।

২৮। এই কাউন্সিল নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথাঃ- কাউন্সিল গঠনঃ

এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিম্নলিখিত সদস্যদের সমন্বয়ে কাউন্সিল গঠিত হইবে; যথা

(১) জাতীয় সংসদের স্পীকার কর্তৃক মনোনিত ০৩(তিন) জন সংসদ সদস্য

(২) মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

(৩) মহাপরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর

(৪) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক বোর্ড (পদাধিকার বলে);

(৫) পরিচালক, হোমিও ও দেশজ চিকিৎসা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর (পদাধিকার বলে);

(৬) পরিচালক, চিকিৎসা শিক্ষা ও উন্নয়ন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, (পদাধিকার বলে);

(৭) ডীন, ফার্মেসী বা চিকিৎসা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (পদাধিকার বলে);

(৮) ডীন, মেডিসিন অনুষদ বা অল্টারনেটিভ মেডিসিন অনুষদ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় বা দেশের অভ্যন্তরে অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপ অনুষদের যেখানে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের ব্যাচেলর ডিগ্রী বা পোষ্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রী প্রদান করা হয় (পদাধিকার বলে);

(৯) যুগ্মসচিব, (চিকিৎসা শিক্ষা) স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয় (পদাধিকার বলে);

(১০) রেজিষ্ট্রার, বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক বোর্ড (পদাধিকার বলে);

(১১) অধ্যক্ষ, সরকারি পর্যায়ে স্থাপিত ও স্বীকৃত হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল সমূহের মধ্য থেকে ১(এক) জন সরকার কর্তৃক মনোনীত;

(১২) অধ্যক্ষ, বেসরকারি পর্যায়ে স্থাপিত ও স্বীকৃত হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল সমূহের মধ্য থেকে ১(এক) জন সরকার কর্তৃক মনোনীত;

(১৩) বেসরকারী পর্যায়ে স্থাপিত ও স্বীকৃত হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল সমূহ হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত ১(এক) জন হোমিওপ্যাথিকশিক্ষক/চিকিৎসক প্রতিনিধি; যিনি সহকারী অধ্যাপক বা ৫ বছরের চাকুরীর অভিজ্ঞতার নিচে নয় এমন ব্যক্তি;

(১৪) বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল গ্রাজুয়েট এসোসিয়েশন কর্তৃক মনোনীত ১(এক) জন সদস্য;

(১৫) বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল অফিসার্স এ্যাসোসিয়েসন কর্তৃক মনোনীত ১(এক) জন সদস্য;

(১৬) বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল এসোসিয়েশন কর্তৃক মনোনীত ১(এক) জন সদস্য;

(১৭) সরকারী পর্যায়ে হোমিওপ্যাথিক গবেষনা কার্যক্রমের সাথে সংশিস্নষ্ট ১(এক) জন সদস্য;

(১৮) রেজিষ্ট্রার, বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কাউন্সিল, সদস্য সচিব, (পদাধিকার বলে);

(ঙ) কোন সদস্য একই সাথে একই মেয়াদকালে একাধিক পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারিবেন না।

(চ) কাউন্সিলের চেয়ারম্যান সদস্যদের মধ্য হইতে নির্বাচনের মাধ্যমে মনোনীত হইবেন।

(ছ) শুধুমাত্র কোন পদ শূণ্যতার হেতুতে বা গঠনতন্ত্রের ক্রটিজনিত কারণে কাউন্সিলের গৃহীত কোন কাজ সিদ্ধান্ত বেআইনী বলিয়া গণ্য হইবে না।

২৯। কাউন্সিলের কার্যাবলী :

(ক) এই আইনের অধীনে উপযুক্ত ডিপ্লোমা (ডিএইচএমএস), মেডিকেল স্নাতক (বিএইচএমএস), স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী চিকিৎসকদের চিকিৎসক রেজিষ্ট্রেশন (নিবন্ধন) এর ব্যবস্থা করা;

(খ) হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে রিসার্চ বা বিশেষ শিক্ষা প্রবর্তন করাসহ তদুদ্দেশ্যে রিসার্চ সেন্টার এবং একাডেমিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা এবং হোমিওপ্যাথিক বিষয়ক রিসার্চের অনুমোদন, আর্থিক অনুদান, বৃত্তি প্রদান, স্বীকৃতি প্রদান ও প্রকাশনা করা;

(গ) হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল জার্নাল, সাময়িকী, চিকিৎসা গাইডলাইন, ম্যানুয়েল ইত্যাদি প্রণয়ন ও প্রকাশ করা এবং স্বীকৃত অন্যান্য হোমিওপ্যাথি প্রতিষ্ঠানের জার্নালের অনুমোদন প্রদান;

(ঘ) এই আইনের অধীন বিধিমালার আওতায় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের নিবন্ধীকৃত প্র্যাকটিশনারদের জন্য কোড অব এথিক্স প্রণয়ন ও প্রকাশ করা;

(ঙ) এই আইনের অধীন স্বীকৃত প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষা সংক্রান্ত, প্রাতিষ্ঠানিক, ক্লিনিক্যাল, প্র্যাকটিক্যাল এবং রিসার্চ সম্পর্কিত বিষয়াদি তদারকি এবং তার নিয়ন্ত্রণ ও মানসম্মত রাখা।

(চ) হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শাস্ত্রে স্নাতক এবং স্নাকোত্তার কোর্স কারিকুলাম, সেন্ট্রাল রিসার্চ কাউন্সিল, ইত্যাদি সমূহের উন্নয়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং তার সার্ভিস ডেলিভারী সমুন্নত রাখা।

(ছ) অন্য কোন স্বীকৃত চিকিৎসা বিজ্ঞানের চিকিৎসক এবং মেডিকেল কোর্স সমন্ধীয় জ্ঞানের সাথে সমন্বয় সাধন করার পদক্ষেপ গ্রহন করা।

(জ) এই আইনের অধীনে ট্রেডিশনাল, সম্পূরক ও বিকল্প মেডিসিনের গুনগত মান সমুন্নত রাখার নীতি নির্ধারণ করা।

(ঝ) জাতীয় স্বাস্থ্য ও ঔষধ নীতিতে হোমিওপ্যাথিক মেডিসিনের উন্নয়ন ও উহার বাস্তবায়ন পদ্ধতি সুপারিশ করা।

(ঞ) দেশী-বিদেশী হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কীয় অন্যান্য কোর্স বা ডিগ্রী স্বীকৃতি প্রদান।

(ট) হোমিওপ্যাথিক সমমানের চিকিৎসা পদ্ধতিতে যে কোন ধরনের অসাধু প্র্যাকটিস এর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা।
(ঠ) এই আইন এবং তদাধীনে বিধিমালার আওতায় প্রয়োজনীয় অন্য যে কোন ধরনের কার্য সম্পাদন করা।

৩০। কাউন্সিলের চেয়ারম্যান, এবং সদস্যগণের পদের মেয়াদ:

(ক) কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের অনধিক ০৩ বছর মেয়াদ পর্যন্ত স্বীয়পদে বহাল থাকিবেন।
(খ) পদাধিকার বলে সদস্যগণ ব্যতীত মনোনীত বা নির্বাচিত সদস্য এবং তাহার মনোনয়ন বা নির্বাচনের তারিখ হইতে পরবর্তী ০৩ বছরের জন্য অথবা তাহার উত্তরসূরী নির্বাচিত বা মনোনীত না হওয়া পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন।
(গ) কাউন্সিলের কোন সদস্য যেকোন সময় চেয়ারম্যান সমীপে লিখিতভাবে পদত্যাগ পত্র পেশ করিতে পারিবেন এবং চেয়ারম্যান কর্তৃক পদত্যাগ পত্র গৃহীত হওয়ার তারিখ হইতে সংশ্লিষ্ট সদস্যের পদ শুন্য বলিয়া গণ্য হইবে।
(ঘ) সাময়িকভাবে শূণ্যপদ বিধিমতে অবস্থার প্রেক্ষিতে মনোনয়ন বা নির্বাচনের মাধ্যমে পূরণ করা যাইবে এবং উক্ত মনোনীত বা নির্বাচিত ব্যক্তি তাহার পূর্বসূরীর বাকী মেয়াদের জন্য পুরন করতঃ উক্ত পদে নির্বাচিত হইবেন।

৩১। কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও সদস্যপদ হইতে পদত্যাগঃ-

সরকারকে উদ্দেশ্য করিয়া লিখিত পত্রের মাধ্যমে চেয়ারম্যান পদত্যাগ করিতে পারিবেন এবং কোন সদস্য চেয়ারম্যানকে উদ্দেশ্য করিয়া লিখিত পত্রের মাধ্যমে পদত্যাগ করিতে পারিবেন। সরকার বা চেয়ারম্যান কর্তৃক এইরূপ পদত্যাগ পত্র গ্রহণের তারিখ হইতে পদত্যাগ কার্যকর হইবে;

৩২। নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে কাউন্সিল সদস্যগণকে মনোনয়ন দেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারের ক্ষমতাঃ-

সদস্যগণ যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন সদস্যকে নির্বাচিত করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে এইরূপ ক্ষেত্রে নির্বাচকগণ কর্তৃক নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য কোন ব্যক্তিকে দিয়া উক্ত পদটি বা পদগুলি সরকার পুরণ করিবে; এবং এই ক্ষেত্রে এইভাবে সরকার কর্তৃক মনোনীত যে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ এইরূপ নির্বাচকগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া বিবেচিত হইবেন; তবে এইরূপ ব্যক্তিগণের দ্বারা গঠিত উক্ত বোর্ড এবং কাউন্সিলের মেয়াদ হইবে সর্বোচ্চ ১(এক) বছর।

৩৩। পদ শুন্যতার ঘোষণাঃ- যদি কোন সদস্য -

(ক) মৃত্যুবরণ করেন; বা
(খ) কাউন্সিলের মতে উপযুক্ত কারণ ছাড়া উক্ত বোর্ড এবং কাউন্সিলের পর পর ৩(তিন)টি সাধারণ সভায় নিজেকে অনুপস্থিত রাখেন; বা
(গ) ধারা ৩৩ (খ) ও ৩৪ তে উল্লেখিত অযোগ্যতার মধ্যে যে কোন একটি কারণে অযোগ্য হইয়া পড়েন; তাহা হইলে কাউন্সিল তাহার পদকে শুণ্য ঘোষনা করিবে।

৩৪। কাউন্সিল চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের অযোগ্যতাঃ-

কোন ব্যক্তিই এই বোর্ডে এবংকাউন্সিলের চেয়ারম্যান বা সদস্য হইতে পারবেন না, যদি তিনি :-
(ক) বাংলাদেশের নাগরিক না হন;
(খ) প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সম্পন্ন না হন;
(গ) আদালত কর্তৃক দেউলিয়া হন;
(ঘ) সরকারকে আয়কর প্রদানকারী না হন এবং শারিরীকভাবে অসমর্থ হন;
(ঙ) আদালত কর্তৃক মানসিক ভারসাম্যহীন বলিয়া বিবেচিত হন;
(চ) যদি কোন সময় এমন কোন অভিযোগে অভিযুক্ত হন এবং শাস্তি প্রাপ্ত হন যাহা সরকারের বিবেচনায়;

৩৫। কাউন্সিলের রেজিস্ট্রারের ক্ষমতা ও দায়িত্ব

(ক) রেজিস্ট্রার কাউন্সিলের নির্বাহী প্রধান হিসাবে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিবেন।

(খ) কাউন্সিলের যে কোন সাধারণ বা নির্দিষ্ট আদেশ সাপেক্ষে রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব হইবে রেজিস্টার ও তালিকা রক্ষা করা এবং কাউন্সিলের সভায় উপস্থিত থাকা;

(গ) উক্ত রেজিস্টার ও তালিকায় এই আইনের অধীন নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত প্রত্যেক চিকিৎসক এর নাম,বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা লিপিবদ্ধ থাকিবে এবং প্রত্যেকের যোগ্যতা যেই তারিখে অর্জিত হইয়াছে উহা লিপিবদ্ধ রাখা।

(ঘ) রেজিস্ট্রার উক্ত রেজিস্টার ও তালিকাকে সঠিক ও হালনাগাদ রাখিবেন এবং সময় সময় চিকিৎসকের বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা এবং যোগ্যতার যাচাই-বাছাই ও প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করিবেন, এবং যেই চিকিৎসক বা শিক্ষক মৃত্যুবরণ করিয়াছেন বা এই আইনের অধীন যাহার নাম বাদ দেওয়া হইয়াছে তাহাদের নাম সেইস্থান হইতে বাদ দিবেন।

(ঙ) অতিরিক্ত যোগ্যতার কারণ এবং ধারা ৩৬ এর অধীন রেজিস্টারে পুনঃঅন্তর্ভুক্তির জন্য রেজিস্টারে যে কোন পরিবর্তনের জন্য নিয়মানুযায়ী কাউন্সিল যে কোন ফি আরোপ করিতে পারিবেন।

(চ) রেজিস্ট্রার যদি কোন কারণে বিশ্বাস করেন যে, কোন নিবন্ধিত চিকিৎসক তাহাকে না জানাইয়া চিকিৎসা করা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন বা তাহার বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা পরিবর্তন করিয়াছেন, তাহা হইলে তদন্ত করিবার জন্য রেজিস্টারে বা তালিকায় অন্তর্ভুক্ত তাহার ঠিকানায় উক্ত চিকিৎসককে রেজিস্ট্রিকৃত ডাক মারফত লিখিত পত্র দিবেন, এবং যদি ৬(ছয়) মাসের মধ্যে কোন উত্তর পাওয়া না যায়, তাহা হইলে উক্ত চিকিৎসকের নাম উক্ত রেজিস্টার বা তালিকা হইতে বাদ দিবেন; তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-ধারার অধীন যাহার নাম বাদ দেওয়া হইয়াছে উক্ত চিকিৎসকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে যে কোন সময় রেজিস্ট্রার উক্ত চিকিৎসকের নাম রেজিস্টারে বা তালিকায় অন্তভুর্ক্ত করিবার আদেশ দিতে পারেন।

(ছ) ধারা ২৯ এর সকল কার্যাবলী যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ, পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও কাজের তদারকি করা;

(জ) ধারা ৪০(গ) এর সংশ্লিষ্ট উপ-ধারা বা বিধি বিধানের পরিপন্থি কার্যকলাপের জন্য রেজিস্ট্রার কোন নিবন্ধিত চিকিৎসকের নিবন্ধন সাময়িকভাবে বাতিল করিয়া কাউন্সিলের পরবর্তী সভায় উপস্থাপনের ব্যবস্থা নিবেন এবং পরবর্তীতে কাউন্সিল কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করিবেন; তবে, অভিযুক্ত চিকিৎসকের নিবন্ধন বাতিলের পূর্বে ঐ ব্যক্তির মতামত জানিতে চাহিয়া রেজিস্ট্রার সংক্ষিপ্ত সময়ের একটি নোটিশ প্রদান করিবেন।

৩৬। রেজিস্টার, ইত্যাদি হতে অপসারণঃ-

যে চিকিৎসক কৃত অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছে অথবা যিনি তদন্তের পর দোষী সাব্যস্ত হইয়াছেন কাউন্সিল তাহার নাম রেজিষ্টার বা তালিকা হইতে অপসারণের আদেশ দিতে পারে, যদি তাহার অপরাধ বা অসদাচরণ কাউন্সিলের মতে নৈতিক স্খলন প্রকাশ করে যাহা তাহার পেশাগত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে অনুপযুক্ত করিয়া ফেলে। শর্ত থাকে যে এই ধারার অধীন কাউন্সিল কর্তৃক কোন ব্যবস্থাই নেওয়া যাইবে না যদি উক্ত চিকিৎসক যেই অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছেন বা দোষী সাব্যস্ত হইয়াছেন তাহাকে সেই বিষয়ে কারণ দর্শানোর জন্য যৌক্তিক সুযোগ বা সময় না দেয়া হয়।

৩৭। কাউন্সিলের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দঃ-

(ক) সরকারের পূর্ব অনুমতিক্রমে প্রবিধিমালার শর্তানুযায়ী বিএইচএমএস ডিগ্রীসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রী এবং সরকারী বা স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে নূন্যতম ১০ বছর চাকুরীর অভিজ্ঞতা সম্পন্ন অথবা বিএইচএমএস ডিগ্রী এবং সরকারী বা স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে নূন্যতম ১৫ বছর চাকুরীর অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজনকে কাউন্সিলের রেজিষ্ট্রার হিসেবে নিয়োগ দান করিবেন যিনি এই অধ্যাদেশের অধীনে বিধিমালার প্রদত্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় দায়-দায়িত্ব পালনে অধিকারী হইবেন তিনি একজন সরকারী কর্মকর্তা হিসেবে বিবেচিত হইবেন।

(খ) সরকারের পূর্ব অনুমতিক্রমে প্রবিধিমালার শর্তানুযায়ী বিএইচএমএস ডিগ্রীসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রী এবং সরকারী বা স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে নূন্যতম ০৮ বছর চাকুরীর অভিজ্ঞতা সম্পন্ন অথবা বিএইচএমএস ডিগ্রী এবং সরকারী বা স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে নূন্যতম ১০ বছর চাকুরীর অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ২ (দুই) জন ডেপুটি রেজিষ্ট্রার এবং বিএইচএমএস ডিগ্রী এবং সরকারী/স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে নূন্যতম ৫ বছর চাকুরীর অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ২ জন সহকারী রেজিষ্ট্রার নিয়োগ করিবেন;

(গ) এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে সরকারের অনুমতিক্রমে প্রবিধিমালার শর্তানুযায়ী রেজিস্ট্রার বিএইচএমএস ডিগ্রী এবং সরকারী বা স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে নূন্যতম ৮ বছর চাকুরীর অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন ট্রেজারার এবং প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সম্পন্ন কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করিবেন;

(ঘ) রেজিষ্ট্রারের পদ শূণ্য হইলে বা তিনি অনুপস্থিত, অসুস্থ্য বা অন্য কোন কারণে দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে নতুন রেজিষ্ট্রার নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত ডেপুটি রেজিস্ট্রারগণের মধ্যে হতে জৈষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে রেজিস্ট্রারের দায়িত্বে থাকিবেন;

(ঙ) সরকারের পূর্ব অনুমোদন সাপেক্ষে এই ধারা বিধানে কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি নির্ধারণ করিবেন;

(চ) এই ধারার অধীনে নিযুক্ত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী বাংলাদেশ দন্ডবিধির ২১ ধারার আওতায় সরকারি কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবেন;

৩৮। তালিকা প্রকাশনাঃ-

(১) রেজিস্ট্রার প্রত্যেক পাঁচ বছর অন্তর কাউন্সিল সভার সিদ্ধান্তক্রমে রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত চিকিৎসকদের নাম ও ঠিকানা এবং যেই তারিখে উক্ত যোগ্যতা অর্জিত হইয়াছে সেই তারিখসহ সঠিক সর্বশেষ নিবন্ধিত চিকিৎসকদের তালিকা কাউন্সিল কর্তৃক একটি বহিতে প্রকাশ করিবেন; এই ক্ষেত্রে যদি কেউ বাদ পড়িয়া থাকেন বা নবায়ন বা নিবন্ধনযোগ্য হইয়া থাকেন তাহাদেরকেও তালিকায় অন্তর্ভুক্তির সুযোগ থাকিবে; তালিকা প্রকাশের পূর্বে কমপক্ষে ১(এক) মাস সময় দিয়া জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিতে হইবে;

(২) যে ব্যক্তির নাম এইরুপ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, তিনি একজন নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত চিকিৎসক, এবং যেকোন চিকিৎসক যাহার নাম এইরূপ বহিতে অন্তর্ভুক্ত বা তালিকাভূক্ত হয়নি তিনি তালিকাভুক্ত বা নিবন্ধিত চিকিৎসক নহেন।

৩৯। জরুরী কাগজপত্র এবং নিবন্ধনবহি বা রেজিস্টারসমূহ সরকারী দলিল হিসেবে গণ্য হইবেঃ-

কাউন্সিল ও এতদসংশ্লিষ্ট কমিটিসমূহের সকল কার্যবিবরণী এবং তৎসহ এর অধীন সৃষ্ট নথিসহ এতদসংশ্লিষ্ট নথি সমূহ, প্রকাশিত ও সংরক্ষিত রেজিস্টারসমূহ Evidence Act, 1872 (Act I of 1872) এর অধীন সরকারী দলিল বলিয়া গণ্য হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়
চিকিৎসকদের নিবন্ধন, দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার

৪০। নিবন্ধন প্রক্রিয়াঃ-

(ক) এই আইনের অধীন কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত নিয়মাবলী মোতাবেক ও ফি পরিশোধ করিয়া নির্দিষ্ট ফরমে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করিতে হইবে।

(খ) আইনের ধারা ২১ এর ক, খ অধীন অনুষ্ঠিত পরীক্ষার ফল ঘোষণার পর ইন্টার্নশীপ সমাপনান্তে ডিএইচএমএস বা মেডিকেল স্নাতক/স্নাতকোত্তর মূল বা সাময়িক সনদপত্র প্রাপ্তীর পর ধারা ৪০ এর উপ-ধারা (ক) এর অধীন আবেদন গ্রহণ করা হইবে।

(গ) এই ধারার অধীন গৃহীত আবেদন সমূহ কাউন্সিলের রেজিস্ট্রার বা সংশ্লিষ্ট কমিটি কর্তৃক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাই-বাছাই শেষে প্রার্থীর যোগ্যতা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং পেশাদারিত্ব দক্ষতার ব্যাপারে উপযুক্ত মনে করিলে অথবা প্রয়োজনে তদন্ত পরিচালনা করিয়া এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধানের আলোকে যোগ্য প্রার্থীবৃন্দের নাম রেজিস্টার

বহিতে অন্তর্ভুক্ত করা হইবে। এবং তাকে হোমিওপ্যাথির নিয়মনীতি অনুযায়ী চিকিৎসা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্র্যাক্টিশনার্স সনদ প্রদান করা হবে যা প্রতি ৫ বছর অন্তর অন্তর নবায়ন যোগ্য।

৪১। চিকিৎসকদের নিবন্ধনঃ-

(ক) বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হোমিওপ্যাথিক প্রতিষ্ঠান হইতে হোমিওপ্যাথিক পদ্ধতিতে অনুমোদিত ডিএইচএমএস চিকিৎসা শিক্ষা কোর্সের যোগ্যতাসূচক পরীক্ষায় পাশ করা যেকোন ব্যক্তি ধারা ৪০ এর অধীন কাউন্সিলে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।

(খ) সরকার স্বীকৃত সরকারী এবং বেসরকারী হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল হইতে হোমিওপ্যাথিক পদ্ধতিতে অনুমোদিত মেডিকেল স্নাতক (বিএইচএমএস) বা স্নাতকোত্তর চিকিৎসা শিক্ষা কোর্সের যোগ্যতাসূচক পরীক্ষায় পাশ করা যে কোন ব্যক্তি ধারা ৪০ এর অধীনে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।

(গ) এই ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক আইন দ্বারা কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা গঠন ও অনুমোদন না হওয়া পর্যন্ত প্রচলিত নীতিমালার আলোকে নিবন্ধন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা যাইবে। এই প্রক্রিয়ায় নিবন্ধিত বিএইচএমএস চিকিৎসকদের চিকিৎসক নিবন্ধন সনদ বৈধ ও স্বীকৃত নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে মর্মে বিবেচিত হইবে।

(ঘ) মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল আইন, ২০১০ (২০১০ সালের ১৬ নং আইন) এর অধীনে চিকিৎসক হিসাবে নিবন্ধিত এবং ধারা ২২ এর অধীন অনুষ্ঠিত পরীক্ষা কমিটি কর্তৃক পরিচালিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ যে কোন ব্যক্তি ধারা ৪০ ও ৪১ এর অধীন আবেদন করিতে পারিবেন। এই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের পূর্ববর্তী চকিৎসক রেজিষ্ট্রেশন (যদি থাকে) উহা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট সমর্পণ (সারেন্ডার) করিতে হইবে।

(ঙ) কোন বিদেশী রেজিস্টার্ড হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ও নাগরিক বাংলাদেশে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা কার্যক্রম পরিচালনা করিতে চাহিলে যথাযথ প্রক্রিয়ায় আবেদন করে বোর্ড এবং কাউন্সিলের পূর্ব অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

(চ) এই আইন কার্যকর হওয়ার পর বোর্ড এবং সরকার কর্তৃক প্রদত্ত প্র্যাক্টিশনার্স সনদ গ্রহণকারী হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণকে নবগঠিত কাউন্সিল হতে নতুনভাবে প্র্যাক্টিশনার্স সনদ প্রদান করা হবে।

পঞ্চম অধ্যায়
সাধারণ নিয়মাবলী

৪২। নিবন্ধিত চিকিৎসকদের অধিকারঃ-

প্রত্যেক নিবন্ধিত ও ধারা ৩৮ এর অধীন তালিকায় অন্তর্ভুক্ত চিকিৎসক ধারা ৪১ এর উপ-ধারা (ক) এর অধীন যথানিয়মে ও প্রণীত বিধিমালার আলোকে নিম্নোক্ত অধিকার ভোগ করিবেন; যথাঃ-

(ক) যে কোন সরকারী বা আধাসরকারী বা স্বায়ত্বশাষিত বা বেসরকারী হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, ডিস্পেন্সারি, হাসপাতাল, ইনফার্মারিতে শিক্ষক, চিকিৎসক বা মেডিকেল অফিসার বা সহকারী মেডিকেল অফিসার হিসাবে যে কোন নিয়োগ পাওয়া এবং সরকারী বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আর্থিক সাহায্যপুষ্ট যে কোন ডিস্পেন্সারি, হাসপাতাল, ইনফার্মারিতেও মেডিকেল অফিসার, সহকারী মেডিকেল অফিসার হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার অধিকারী হইবেন;

ইহা ছাড়াও হোমিওপ্যাথিক পদ্ধতিতে চিকিৎসা নীতিমালার আচরণবিধির আলোকে রোগীদের চিকিৎসা করিবার অধিকারী হইবেন এবং তাহার অধীনে চিকিৎসাধীন রোগীদেরকে চিকিৎসা সনদ (মেডিকেল সার্টিফিকেট) প্রদান করিতে পারিবেন; তিনি যথাযথ প্রক্রিয়ায় অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হতে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উপর প্রয়োজনীয় এমন বিষয় (ক্লিনিক্যাল ও বেসিক বিষয় সমূহে) যেমন আল্ট্রাসনোগ্রাম, রেডিওলজি ও ইমেজিং, এনেসথেসিয়া,

এমপিএইচ, এমএইচইসহ অন্য যেকোন আলাদা ডিগ্রী অর্জন ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পেশাগত দায়িত্ব পালন ও কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবেন;

(খ) আদালতের মাধ্যমে ফি গ্রহণ করিতে পারবেন;

(গ) কোন নিবন্ধিত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক বা শিক্ষক এই আইনের পরিপন্থি কোন সুনির্দিষ্ট অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরূদ্ধে মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।

৪৩। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের সংক্ষিপ্ত নৈতিকতা বা আচরণ বিধি (কোড অব হোমিওপ্যাথিক এথিক্স):-

(ক) একজন নিবন্ধিত ও তালিকাভুক্ত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক বোর্ড কর্তৃক প্রণীত ও সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকদের জন্য নৈতিকতা বা আচরণনীতিমালা (কোড অব হোমিওপ্যাথিক এথিক্স) মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবেন।

(খ) একজন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক নামে পূর্বে সংক্ষেপে ''ডা:'' এবং পূর্ণভাবে ''ডাক্তার'' শব্দটি ব্যবহার করিতে পারিবেন।

(গ) একজন রেজিষ্টার্ড চিকিৎসক নামের পাশে বা সাইন বোর্ডে বা প্যাডে বোর্ড বা সরকার অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত ডিগ্রী ব্যবহার ও লিখিতে পারিবেন, যাহা তিনি যথানিয়মে অর্জন করিয়াছেন।

(ঘ) একজন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক কোন অবস্থাতেই অন্য কোন চিকিৎসা পদ্ধতির ঔষধ রোগীকে সেবন বা গ্রহণ করিবার পরামর্শ দিতে পারিবেন না।

(ঙ) তিনি রোগীকে ঔষধের নাম, পটেন্সি ও শক্তি উল্লেখপূর্বক অবশ্যই প্রেসক্রিপশন বা ব্যবস্থাপত্র প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(চ) একজন চিকিৎসক কোন অবস্থাতেই রোগীকে আকৃষ্ট করে এমন কোন বিষয়ক বিজ্ঞাপন গণমাধ্যমে প্রচার বা প্রচারনা চালাইতে পারিবেন না।

(ছ) একজন চিকিৎসক তাহার চেম্বারে কেবলমাত্র রোগীকে চিকিৎসা প্রদানের জন্য হোমিওপ্যাথির নিয়মনীতির আলোকে প্রণীত ও অনুমোদিত বিদেশী অথবা বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক ফার্মাকোপিয়ার অন্তর্ভুক্ত ও সরকার অনুমোদিত হোমিওপ্যাথিক ও বায়োকেমিক ঔষধ সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও রোগীকে বিতরণ করিতে পারিবেন এবং নির্ধারিত ফি গ্রহণ করতে পারিবেন।

৪৪। ঠিকানা পরিবর্তন সম্পর্কে অবহিতকরণঃ-

প্রত্যেক নিবন্ধিত চিকিৎসক ও শিক্ষক তাহার স্থায়ী ঠিকানায় কোন পরিবর্তন সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট রেজিস্ট্রারকে অবহিত করিবেন;

৪৫। নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত চিকিৎসক/শিক্ষকের মৃত্যুঃ-

নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত চিকিৎসকের মৃত্যুর বিজ্ঞপ্তি পাওয়া মাত্র মৃত্যু সংবাদ নিবন্ধনের জন্য মৃত ব্যক্তির উত্তরসূরী বা নিকট আত্মীয় উপযুক্ত প্রমাণসহ তাৎক্ষণিকভাবে ডাকযোগে কাউন্সিলের রেজিস্ট্রারের নিকট মৃত্যুর সময় ও স্থান সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়া তথ্য প্রেরণ করিবেন।

৪৬। উপাধি, বর্ণনা, ইত্যাদি ব্যবহারের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞাঃ

(ক)কোন ব্যক্তিই তাহার নামের সহিত এমন কোন উপাধি, বর্ণনা বা কোন অক্ষর বা সংক্ষিপ্ত রূপ যোগ করিতে পারিবেন না যাহা ইঙ্গিত দেয় বা বিশ্বাস করায় যে তিনি হোমিওপ্যাথিক পদ্ধতিতে চিকিৎসা করার যোগ্যতা হিসেবে কোন ডিগ্রি, ডিপ্লোমা বা সনদ ধারন করেন; যদিনা তিনি এইরূপ ডিগ্রী, ডিপ্লোমা বা সনদ বাংলাদেশে প্রচলিত আইন অনুসারে স্বীকৃত হয়; অথবা

(১) এই উপলক্ষ্যে এই আইনের অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তাব, মঞ্জুর বা অনুমোদন বা ইস্যু করা হয়; অথবা

(২) এইরূপ ডিগ্রী, ডিপ্লোমা বা সনদ প্রস্তাব, মঞ্জুর বা ইস্যু করিবার জন্য সরকার কর্তৃক ক্ষমতাবান কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রস্তাব মঞ্জুর বা ইস্যু করা হয়।

(খ) কোন ব্যক্তি বা চিকিৎসক তাহার নামের পাশে সরকার কর্তৃক স্বীকৃত বা বোর্ডের অনুমোদন ব্যতিত কোন কোর্সের নাম ডিগ্রী বা উপাধি ব্যবহার করিতে পারবেন না;

(গ) এই ধারার প্রবিধান যে ব্যক্তি লঙ্ঘন করুক না কেন তিনি সর্বোচ্চ ৬(ছয়) মাস জেল অথবা ১(এক লক্ষ) টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয় শাস্তি পাওয়ার যোগ্য হইবেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়
নিষেধ, অপরাধ, শাস্তি ও ক্রিয়া পদ্ধতি

৪৭। নিষেধঃ

(ক) এই আইনের ধারা ৪০ ও ধারা ৪১ এর অধীন নিবন্ধিত অথবা ধারা ৩৮ এর অধীন যথাক্রমে রেজিষ্টার্ড ও তালিকাভুক্ত কোন চিকিৎসক বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথি বোড এবং সরকার কর্তৃক প্রণীত হোমিওপ্যাথিক ফার্মাকোপিয়াতে অন্তর্ভুক্ত, বর্ণিত ও সরকার অনুমোদিত ঔষধ ব্যতিত অন্য কোন প্রকার ঔষধ মজুদ, প্রদর্শন, বিক্রয় বা রোগীকে ব্যবস্থাপত্রের মাধ্যমে সেবনের জন্য পরামর্শ প্রদান করিতে পারিবে না।

(খ) এই আইনের অধীন তফসিলভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে বিধি মোতাবেক যোগ্যতা সূচক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর নিবন্ধিত চিকিৎসক ছাড়া কোন ব্যক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বা ইঙ্গিতে হোমিওপ্যাথিক পদ্ধতিতে চিকিৎসা প্রদান করিতে পারিবেন না।

(গ) এই আইনের অধীন নিবন্ধিত নন এমন কোন ব্যক্তি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা প্রদান বা হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজে ও হাসপাতালে শিক্ষকতা, চিকিৎসা সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন না।

৪৮। ডিগ্রীর নিষিদ্ধ অনুকরণঃ-

(ক) এই আইনের অধীন ক্ষমতা প্রাপ্ত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান ছাড়া কোন ব্যক্তিই হোমিওপ্যাথিক পদ্ধতিতে চিকিৎসা করিবার অধিকার দিয়া এমন কোন ডিগ্রী, ডিপ্লোমা বা সনদ প্রস্তাব মঞ্জুর বা ইস্যু করিতে পারিবে না যাহা ক্ষমতা প্রাপ্ত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ডিগ্রী, ডিপ্লোমা বা সনদের সদৃশ হয় বা রঙিন অনুকরণ করা হয় বা সমমান বা সমমর্যদা বুঝায়।

(খ) এই আইনের তফসিলভুক্ত প্রতিষ্ঠানের আওতাধীন ব্যতিত অন্য কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা স্বীকৃতিবিহীন হোমিওপ্যাথিক কলেজ বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত কোন প্যারামেডিকেল সনদ, ডিপ্লোমা বা ডিগ্রী সনদ প্রদান করিতে পারিবেন না।

(গ) এই ধারার বিধান যে ব্যক্তি বা গোষ্ঠি বা প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে লঙ্ঘণ করুক না কেন উক্ত ব্যাক্তি বা গোষ্ঠি বা প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার প্রধান বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ সর্বোচ্চ নগদ ৫(পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা ৩(তিন) বছরের কারাদন্ড অথবা উভয় দন্ডে শাস্তি যোগ্য হইবেন।

সপ্তম অধ্যায়
বিবিধ

৪৯। বোর্ড ও কাউন্সিল কর্তৃক মঞ্জুরী, সাহায্য, ফি, ইত্যাদিঃ-

মঞ্জুরী, সাহায্য ও ফিসহ বোর্ডওকাউন্সিল কর্তৃক গৃহীত সকল অর্থ এই আইনের অধীন নিয়মাবলী ও বিধিমালা অনুসারে এই বোর্ডের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ব্যবহার করা হইবে।

৫০। পেশাজীবী হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকদের সংগঠন ও কল্যাণ ট্রাস্ট গঠনঃ-

(ক) অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, হোমিওপ্যাথির উন্নয়ন, কার্যক্রম ও পরিকল্পনায় সহায়তা ও পরামর্শ দেওয়ার প্রয়োজনে এই আইনের অধীন নিবন্ধিত শিক্ষক ও চিকিৎসকদের সমন্বয়ে ১(এক)টি হোমিওপ্যাথিক পেশাজীবী সংগঠন থাকিবে। এইরূপ পেশাজীবী সংগঠনের কার্যক্রম গঠন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, কর্মকান্ড ও কর্মপরিধি বোর্ড কর্তৃক প্রণীত প্রবিধিমালা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

(খ) স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বেসরকারী হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালসমূহে কর্মরত ও অনুমোদিত শিক্ষক, চিকিৎসক ও কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের উন্নয়নে ও ভবিষ্যৎ তহবিল গঠনের জন্য একটি কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন করা হইবে এইরূপ কল্যাণ ট্রাস্টের গঠন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, কর্মকান্ড ও কর্মপরিধি বোর্ড কর্তৃক প্রণীত প্রবিধিমালামতে নিয়ন্ত্রিত হইবে। বোর্ডের রেজিস্ট্রার পদাধিকার বলে কল্যাণ ট্রাস্টের সচিব বা সম্পাদক হইবেন এবং নির্বাহী প্রধান হিসেবে বিবেচিত হইবেন।

৫১। বোর্ডের এবং কাউন্সিলের উপর নিয়ন্ত্রণঃ-

(ক) বোর্ড এবং কাউন্সিল কর্তৃক যদি এমন কিছু করা হয় বা করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করা হয় যাহা এই আইনের বিধি বিধানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বা যে কোনভাবে উহা জনস্বার্থ বিরোধী বলিয়া সরকারের ধারণা সৃষ্টি হয় তাহা হইলে সরকার, আদেশ দ্বারা :-

(১) কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করিতে পারিবে; বা

(২) উক্ত কার্যক্রম বাতিল করিতে পারিবে; বা

(৩) উক্ত বোর্ডএবং কাউন্সিল কর্তৃক জারিকৃত সিদ্ধান্ত বা আদেশ নির্বাহ স্থগিত করিতে পারিবে; বা

(৪) প্রস্তাবিত যে কোন কাজ নিষিদ্ধ করিতে পারিবে; বা

(৫) নির্ধারিত যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণে বিরত রাখিবার জন্য বোর্ড এবং কাউন্সিলকে বাধ্য করিতে পারিবে।

অস্টম অধ্যায়
নিয়মাবলী ও বিধিমালা

৫২। দন্ডঃ

(ক) এই আইনের ধারা ৪৬, ৪৭, ৪৮ নং এর বিধান যিনি লঙ্ঘণ করুক না কেন তিনি সর্বোচ্চ ১(এক) বছরের জেল অথবা নগদ ১ (এক) লক্ষ টাকা অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

(খ) এই আইনের ধারা ৪৩ এর বিধান যে ব্যক্তিই লঙ্ঘণ করুক না কেন তিনি সর্বোচ্চ ১(এক) বছরের জেল অথবা নগদ ১(এক) লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয় শাস্তি পাওয়ার যোগ্য হইবেন

৫৩। অপরাধ গঠন, ইত্যাদিঃ-

(ক) সরকার কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার লিখিত এজাহার ছাড়া এই আইনের অধীন কোন আদালতেই কোন মোকদ্দমা গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

(খ) প্রথম শ্রেনীর মেজিস্ট্রেটের আদালত ব্যাতিত অন্য কোন আদালতে এই আইনের অধীন অপরাধসমূহের বিচার করা যাইবে না।

৫৪। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতাঃ-

(ক) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরনকল্পে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(খ) উপ-ধারা (ক) এ উল্লিখিত ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুন্ন না করিয়া, অনুরূপ বিধিতে নিম্নবর্ণিত সকল অথবা যে কোন বিষয়ে বিধান প্রণয়ন যাইবে, যথা :-

(১) যে সময় ও স্থানে এবং যে পদ্ধতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে;

(২) যে পদ্ধতিতে শুন্যপদ পুরণ করা হইবে;

(৩) তালিকা ও রেজিষ্টারের ফরম এবং উহাতে বিস্তারিত যেসকল তথ্য প্রবেশ করাইতে হইবে;

(৪) ছাত্র ভর্তি, নিবন্ধন ও চিকিৎসক নিবন্ধন নবায়ন, শিক্ষক নিবন্ধন ও অতিরিক্ত যোগ্যতার জন্য রেজিষ্টারে পরিবর্তন, নাম, পুনঃঅন্তর্ভুক্তি এবং রেজিষ্টারে অন্যান্য বিষয় পরিবর্তনের জন্য আরোপযোগ্য ফি;

(৫) যে উদ্দেশ্যে বোর্ড কর্তৃক ফি গৃহীত হইয়াছে উহা সরবরাহ করিতে হইবে;

(৬) এই আইনের অধীন প্রয়োজন হইতে পারে এমন অন্য যে কোন বিষয়ে।

৫৫। প্রবিধি তৈরির ক্ষমতাঃ-

নিম্নোক্ত বিষয়ে বোর্ড এবং কাউন্সিল এই আইনের বা এর অধীন প্রনীত বিধিমালার সাথে অসামঞ্জস্যপুর্ণ নয় এমন প্রবিধিমালা প্রণয়ন করিবে এবং সরকার কর্তৃক অনুমোদন গ্রহণ করিবে; যথা :-

(ক) প্রশিক্ষণ ও যোগ্যতাসুচক পরীক্ষার জন্য পাঠ্যক্রম বা কোর্স কারীকুলাম;

(খ) যে ভাষা (সমুহে) পরীক্ষা পরিচালনা করা হইবে এবং পাঠ দেওয়া হইবে;

(গ) স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির নিয়মাবলী;

(ঘ) যে শর্তাবলির অধীন প্রার্থীগণ বিভিন্ন কোর্সে ভর্তি হইবে এবং যোগ্যতাসুচক ও অন্যান্য পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিবে;

(ঙ) স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক, চিকিৎসক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পদ সংখ্যা নির্ধারণ, নিয়োগ পদোন্নতি ও বদলির জন্য শর্তাবলি ও বেতন ভাতা নির্ধারণ;

(চ) শিক্ষাদানকারী ও সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতির জন্য করনীয়;

(ছ) যে সময় ও স্থান গুলিতে বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হইবে;

(জ) বোর্ড এবং কাউন্সিল যে সকল উপাধি, ডিগ্রী, ডিপ্লোমা ও সনদ প্রদান ও মঞ্জুর করিবে;

(ঝ) এই আইনের বা এর অধীন প্রণীত নিয়মাবলীর অধীন বোর্ড এবং কাউন্সিল কর্তৃক যে ক্ষমতা চর্চা ও বোর্ডেও এবং কাউন্সিলের কার্যাবলী পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় হইতে পারে এমন অন্যান্য বিষয়ে।

নবম অধ্যায়
দায় মুক্তি

৫৬। দায়মুক্তিঃ-

এই আইন বা এর অধীন প্রণীত বিধিমালা, প্রবিধিমালা বা নীতিমালার অধীন সরল বিশ্বাসে কিছু করা বা করার ইচ্ছার জন্য সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন মামলা, বা আইনী কোন প্রক্রিয়া গ্রহণ করা যাইবে না।

৫৭। বাতিল ও ব্যতিক্রমঃ-

(ক) দি হোমিওপ্যাথিক প্র্যাকটিশনার্স অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৩ (১৯৮৩ সাল), অতঃপর অধ্যাদেশ হিসেবে অভিহিত এবং অধ্যাদেশের অধীন উক্ত আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত ''বোর্ড-অব-হোমিওপ্যাথিক সিস্টেম-অব-মেডিসিন'' এতদ্দ্বারা বাতিল করা হইল।

(খ) উক্ত অধ্যাদেশ বাতিল হইবার পর-

(১) বাংলাদেশে উক্ত বিলুপ্ত বোড ও অস্থায়ী কাউন্সিলের সকল সম্পদ, পরিসম্পদ, স্বত্ব, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, অধিকার, নথিপত্র এবং সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি, নগদঅর্থ ও ব্যাংক ব্যাল্যান্স, তহবিল সমুহ এবং এইরূপ সম্পত্তি হইতে উদ্ভুত অন্যান্য সকল স্বার্থ ও স্বত্ব তাৎক্ষণিকভাবে এই বোর্ডের/কাউন্সিলের অনুকূলে হস্তান্তরিত ও অর্পিত হইল;

(২) বাংলাদেশে উক্ত বিলুপ্ত বোর্ড ও অস্থায়ী কাউন্সিল কর্তৃক দায়েরকৃত বা ইহার বিরূদ্ধে দায়েরকৃত সকল মোকদ্দমা ও আইনী প্রক্রিয়া এই বোর্ড ও কাউন্সিল কর্তৃক দায়েরকৃত বা ইহার বিরূদ্ধে দায়েরকৃত বলিয়া বিবেচিত হইবে;

(৩) চুক্তি বা সমঝোতার অথবা চাকুরীর শর্তাবলিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন বাংলাদেশে উক্ত বিলুপ্ত বোর্ডের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী তাৎক্ষণিকভাবে এই বোর্ডে বদলী হইবেন এবং উক্ত বিলুপ্ত বোর্ডের চাকুরীর যে শর্তাবলি অনুসারে নিয়োগ পাইয়াছিলেন সেই শর্তাবলিতেই এই বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারী হিসেবে বিবেচিত হইবেন; যদি না এই বোর্ড কর্তৃক এইরূপ শর্তাবলি তাহাদের জন্য অসুবিধা সৃষ্টি না করিয়া পরিবর্তন করা হয়; এবং

(৪) উক্ত অধ্যাদেশের অধীন নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত প্রত্যেক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ও শিক্ষক এই অধ্যাদেশের অধীন নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত হিসেবে বিবেচিত হইবেন।

তফসিল-'ক'

বাংলাদেশে স্বীকৃত হোমিওপ্যাথিক প্রতিষ্ঠান সমূহ

(এই আইনের ১৭ (ক) ধারা অনুসারে)

ক্রমিক নং-	প্রতিষ্ঠানের নাম	অবস্থান

তফসিল-'খ'

বাংলাদেশের বাহিরে স্বীকৃত বিদেশী হোমিওপ্যাথিক প্রতিষ্ঠান সমূহ

(এই আইনের ১৭ (খ) ধারা অনুসারে)

ক্রমিক নং-	প্রতিষ্ঠানের নাম	অবস্থান